

সুন্দর ও উজ্জ্বল ত্বকের জন্য

মধ্য বয়সে যখন নিজের শুষ্ক ও রুক্ষ ত্বক দেখে যৌবনের উজ্জ্বলতা ও কমনিয়তার জন্য কার না মন খারাপ হয়? কসমেটিক ট্রিটমেন্টের আশীর্বাদে আবার ফিরে পেতে পারেন সেই লাবণ্য। একইভাবে দূর করা যায় কালো ছোপ, ব্রনর পুরান ক্ষত বা ত্বকের উপরের কোন অবস্থিত দাগ। শুধু মুখ নয় আজকাল সারা শরীরের ত্বক দূর জন্যও এই ধরনের চিকিৎসা জনপ্রিয় হয়ে উঠছে আর এই কলকাতাতেই সেটি সম্ভব। জানালেন স্নিনিয়র কসমেটিক সার্জন ডা. অনির্বাণ ঘোষ।



DR. ANIRBAN GHOSH

MBBS (Gold Medalist),
MS (General Surgery), MRCS (England),
Mch (Aesthetic Plastic Surgery)

HIFU ফেসিয়াল

HIFU একটি নন সার্জিক্যাল কসমেটিক প্রসিডিওর। এটি ফেস লিফটিং বা মুখের কোচকান বা শিথিল ত্বককে টানটান বা উজ্জ্বল করার জন্য ব্যবহার করার সঙ্গে সঙ্গে শরীরের অন্যান্য অংশের ত্বকের তরুণ্য ফিরিয়ে দেবার জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে। আসলে ত্বকের কোষগুলিকে ধরে রাখে যোগ কলা বা কানেক্টিং টিস্যু। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে এর মূল উপাদান কোলাজেন কমে গেলে সিমেন্ট বালি করে গিয়ে পুরান বাড়ির ইটের গাঁধুনি আলগা হয়ে যাওয়ার মতোই ত্বকের কোষগুলি আলগা হয়ে কঁচকে বা শিথিল হয়ে যায়। HIFU বা হাই ইনটেনসিটি ফোকাসড আলট্রাসাউন্ড পদ্ধতিতে বিশেষ ধরণের উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন আলট্রা সাউন্ড তরঙ্গের সাহায্যে ত্বকের গভীরের কোষগুলিতে কোলাজেন ক্ষরণে উদ্দীপিত করা হয়। বর্ধিত কোলাজেন ত্বকের ইলাস্টিসিটি বাড়ায়, ত্বক আবার টানটান, তরুণ হয়ে ওঠে। এটি এতটাই ম্যাজিকের মতো কাজ করে যে একটা সেশনের পরেই ত্বক অনেকটাই সুন্দর হয়ে ওঠে। প্রথমে মুখে এই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় বলে অনেকে একে HIFU ফেসিয়াল বলেন।



ডার্মাল ফিলার

এই পদ্ধতিতে কোলাজেন বৃদ্ধির নীতিকে ব্যবহার করেই কোলাজেন উৎপাদনে সাহায্যকারী বিশেষ কয়েকটি জৈব রাসায়নিককে নির্দিষ্ট মাত্রায় ত্বকের উপরে কয়েকটি বিন্দুতে ইন্জেক্ট করা হয়। শুধু বিশেষ ভাবে প্রশিক্ষিত প্লাস্টিক সার্জনরা এফডিএ অনুমোদিত ওষুধের সাহায্যে এই পদ্ধতিতে স্কিন লিফটিং করে থাকেন। ধীরে ধীরে কোলাজেন বাড়ে, ত্বক নমনীয় ও সুন্দর হয়ে ওঠে।

HIFU ফেসিয়াল ও ডার্মাল ফিলার পদ্ধতি ফেস লিফটিং-এর জন্য মুখে প্রয়োগ করলে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে নাকের দু পাশে যে ভাঁজ (ন্যাসোসোলাইয়াল ফোল্ড বা কাকের পা) তৈরি হয় বা দুই ভুরুর মাঝে যে বলিরেখা দেখা দেয় সবই দূর হয়ে যায়। মুখ যৌবন ফিরে পায়।

কেমিক্যাল পিলিং ও লেসার থেরাপি

শিথিলতা আসার আগেই মধ্য বয়সে ত্বকের শুষ্কতা ও রুক্ষতাকে দূর করতে অভিজ্ঞ কসমেটিক সার্জনের কাছে কেমিক্যাল পিলিং, লেসার থেরাপির মতো কসমেটিক প্রসিডিওরের সাহায্য নিতে পারেন। এগুলিতে দাগ ছোপ বন্দিরোখা দূর করে আবার আপনি সুন্দর উজ্জ্বল ও কমনিয় সৌন্দর্যের অধিকারী হতে পারেন।

এসবের মধ্যে কেমিক্যাল পিলিং তুলনামূলকভাবে সহজ একটি প্রসিডিওর। এই প্রসিডিওরে চিকিৎসক বিশেষ কয়েকটি ওষুধের সাহায্যে ত্বকের কালো দাগ, রিংকল প্রভৃতি দূর করেন। তবে এটি মেডিক্যাল ট্রিটমেন্ট, চিকিৎসকের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার উপরেই এর সাফল্য নির্ভর করে।

লেসার ট্রিটমেন্টে একই চিকিৎসা লেসার রশ্মির সাহায্যে করা হয়। এক্ষেত্রে উন্নত আর পি এম জ্যাক লেসার ব্যবহার করা হয়। কার কয়েকটি সিটিং লাগবে ব্যক্তি বিশেষের উপরেই নির্ভর করে। কেমিক্যাল পিলিং ও লেসার থেরাপি একসঙ্গে করলে দ্রুত ভালো ফল পাওয়া যায়।

বোটক্স থেরাপি

বোটক্স ট্রিটমেন্টে সবথেকে তাড়াতাড়ি কাজ হয়। এই চিকিৎসায় মুখে বা ত্বকের যে অংশে বোটক্স থেরাপি করা হয় সেই অংশের বিভিন্ন পয়েন্টে পেনলেস বোটক্স ইন্জেকশন দেওয়া হয়। চক্কিশ ঘন্টার মধ্যেই আপনার পুরান রূপ ফিরে আসে। মুখ হয়ে ওঠে উজ্জ্বল কমনিয় ও সুন্দর।

ত্বকের উপর থেকে সময়ের ছাপ দূর রাখুন

জিন বা বংশগত কারণ ছাড়া ত্বকের বুড়িয়ে যাওয়ার প্রথম ও প্রধান কারণ অবশ্যই সূর্যালোক। এছাড়া পরিবেশদূষণ এবং ধূমপানের কারণেও ত্বক একটা বয়সে শুষ্ক

বন্দিরোখাময় হয়ে উঠতে পারে। আবার হরমোনের তারতম্যের কারণেও বয়স্ক মহিলাদের ত্বকে মেচেতার মতো দাগ হতে পারে। সূর্যালোকের আলট্রাভায়োলেট রশ্মি কোষের মেলানিনের সঙ্গে এক জটিল ফোটা রাসায়নিক বিক্রিয়ায় ত্বকে কাল ছোপ তৈরি করে, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ত্বক রুক্ষ, শুষ্ক হয়ে ওঠে। এই প্রভাব সব থেকে বেশি পড়ে মুখ, ঘাড় হাত, পায়ের মতো শরীরের উন্মুক্ত অংশে। তাই এগুলি শরীরের অন্য অংশের থেকে অনেক বেশি কাল হয়ে যায়। তাই যতদূর সম্ভব ছোট থেকে ছাড়া ব্যবহার করুন। রন্ধুরে বেরলে যতদূর সম্ভব শরীর ঢাকা জামাকাপড় পরা আর সানস্ক্রিন ব্যবহার করাও জরুরী। আসন্ন শারদমসবকে উপভোগ করুন। ত্বককে রন্ধুর থেকে আড়াল করে ঠাকুর দেখুন।

Anirvana

by Dr. Anirban Ghosh

Results now... Results forever...

8/29, Fern Road, Ballygunge Gardens,
Gariahat, Kolkata-700019

www.anirvana.in :: E-mail : info@anirvana.in

6289 109 687 /62898 67522/81004 94860